সমকাল

তারিখ ... 18 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ১৩ ... কলাম ... 2 ...

৪৭ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী অবসর সুবিধার প্রতীক্ষায়

■ সাব্বির নেওয়াজ

সারাদেশের ৪৭ হাজার বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী অবসর সুবিধার টাকা পাওয়ার আবেদন করে অপেক্ষার প্রহর গুনছেন ৪ বছর ধরে। অথচ গত জুনের পর থেকে কার্যত অচল 'বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড'। এ বোর্ডের মেয়াদ গত ১২ জুন শেষ হয়ে গেলেও গত ৪ মাসে তা পুনর্গঠন করেনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এতে তীব্র হতাশা বিরাজ করছে জীবনসায়াহ্নে থাকা শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে। জীবদ্দশায় অনেকের কপালে অবসর ভাতা জুটবে কি-না, তা নিয়ে দেখা দিয়েছে সংশয়।

চার মাস ধরে অচল অবসর সুবিধা বোর্ড

জানা গেছে, সারাদেশের এমপিওভুক্ত পৌনে ৫ লাখ শিক্ষক-কর্মচারীর অবসর-উত্তর ভাতা প্রদানের কাজ করে 'বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড'। ২১ সদস্যবিশিষ্ট পরিচালনা বোর্ডে পদাধিকারবলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব চেয়ারম্যান এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হন ভাইস চেয়ারম্যান। বোর্ডের নির্বাহী প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন সরকার নিযুক্ত একজন 'সদস্য সচিব'। এ ছাড়াও বেসরকারি শিক্ষক সংগঠনগুলোর ১০ জন শিক্ষক প্রতিনিধি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের পাঁচজন কর্মকর্তা ও তিনজন কর্মচারী বোর্ডে থাকেন। গত জুনে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বোর্ড পুনর্গঠিত না হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটিতে বর্তমানে কোনো সদস্য সচিব নেই। সর্বশেষ সদস্য সচিব অধ্যক্ষ আসাদুল হকের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর থেকে পদটি শূন্য রয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জানা গেছে, বোর্ড পুনর্গঠিত না হওয়ায় বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক) চৌধুরী মুফাদ আহমেদকে চেক স্বাক্ষরের সাময়িক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। একক স্বাক্ষরে বোর্ডের বর্তমান আর্থিক লেনদেন সারছেন তিনি। তবে সার্বক্ষণিক সদস্য সচিব না থাকায় দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজে প্রতিষ্ঠানটি ধুঁকছে।

অবসর সুবিধা বোর্ডের উপপরিচালক খসরুল আলম বলেন, সদস্য সচিব না থাকায় চরম সংকটে পড়েছেন তারা। এতে আটকে গেছে হাজার হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর অবসর সুবিধার চেক। বর্তমানে ২০১১ সালের মে মাস পর্যন্ত আবেদনকারীদের চেক পরিশোধ করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, সদস্য সচিব পদে কাকে নিয়োগ দেওয়া হবে, তা সিদ্ধান্ত নিতে না পারায় চার মাস ধরে অবসর সুবিধা বোর্ড পুনর্গঠন করা যাচ্ছে না। ফলে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম বর্তমানে বন্ধ আছে।

'কেন বোর্ড গঠন করা হচ্ছে না'– জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে সমকালকে

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৪

৪৭ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

জানান, সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিবের দ্বন্দ্বের কারণে তাদের কেউই কোনো বিষয়ে একমত হতে পারছেন না।

এ নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকালকে বলেন, অবসর সুবিধা বোর্ড শিগগিরই পুনর্গঠন করা হবে।

এদিকে অপর প্রতিষ্ঠান বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের মেয়াদও এক মাসের মধ্যে ফুরিয়ে আসছে। কল্যাণ ট্রাস্টেও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রায় ২৫ হাজার আবেদন জমা পড়ে রয়েছে। অর্থের অভাবে এসব আবেদন নিষ্পত্তি করা যাচ্ছে না।

এ ব্যাপারে কল্যাণ ট্রাস্টের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ মো. শাহজাহান আলম সাজু বলেন, কল্যাণ ট্রাস্টের ২৫ হাজার আর অবসর বোর্ডের ৪৭ হাজার এই ৭২ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর প্রাপ্য টাকা বুঝিয়ে দিতে গেলে এই মুহূর্তে সরকারকে অতিরিক্ত ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিতে হবে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এই করুণ দশার জন্য প্রথমত দায়ী সরকারি বরাদ্দের স্বল্পতা। প্রতিষ্ঠার পর এককালীন কিছু টাকা দেওয়া ছাড়া সরকার এ খাতে আর কোনো বরাদ্দ দেয়নি। এমপিওভুক্ত প্রায় ৫ লাখ শিক্ষক-কর্মচারীর মূল বেতনের ৪ শতাংশ হারে প্রতি মাসে অবসর সুবিধা খাতের জন্য জমা হয় প্রায় ১৭ কোটি টাকা। অথচ প্রতি মাসে যে সংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারী চাকরি থেকে অবসরে যান তাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে প্রয়োজন ৫৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ ঘাটতি মাসে ৩৯ কোটি এবং বছরে ৪৬৮ কোটি টাকা। একইভাবে ৫ লাখ শিক্ষকের মূল বেতনের ২ শতাংশ হারে প্রতি মাসে কল্যাণ খাতে জমা হয় প্রায় ৮ কোটি টাকা। অথচ প্রয়োজন ১৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ মাসে ঘাটতি প্রায় ১০ কোটি টাকা।